সুর্যের হাসি এনজিও'র যক্ষ্মা প্রতিরোধ কার্যক্রমে জিএফএটিএম অনুদান প্রাপ্তি

ঢাকা, ১৫ই জুন -- 'ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে এনজিও সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (এনএসডিপি)-এর অধীনে ১০টি এনজিওর সাথে ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি)-এর স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস টিউবারকিউলোসিস এবং ম্যালেরিয়া (জিএফএটিএম) ফান্ড থেকে এনজিওগুলো ২ লাখ ১৬ হাজার ৪শ' ইউ.এস. ডলার (১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা) বরাদ্দ পাবে। বাংলাদেশে জিএফএটিএম বাংলাদেশ সরকার ও ব্র্যাকের সাথে একযোগে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে এনজিওগুলোর মধ্যে অনুদান বিতরণ ও সমন্বয়ের কাজ ব্র্যাকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আনুমানিক পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর তিনভাগের একভাগ যক্ষ্মারোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ (প্রতিদিন ৫ হাজারের বেশি) লোক যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৮% ভাগ মৃত্যু ঘটে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। বর্তমানে আফ্রিকাতে এই সমস্যা খুবই ভয়াবহ কিন্তু নতুন আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীর প্রায় অর্ধেকেরই বসবাস এশিয়ার ছয়টি দেশে যার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিকটতম। অনুমান করা হয় বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩ লাখ লোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয় যার মধ্য থেকে মারা যায় ৭৫ হাজার লোক ।

যে দশটি এনজিও 'এনএসডিপি এনজিও জিএফএটিএম ফান্ড' পেয়েছে তার মধ্যে নিস্কৃতি, পিএসটিসি, বাহ্মানেহ, পিএসএফ, তিলোত্তমা, পিকেএস (খুলনা), ইমেজ, সিডাব্লুউএফডি, ফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং স্বর্নিভর বাংলাদেশ। প্রাথমিকভাবে এই এনজিওগুলো ১৪ মাসের জন্য জিএফএটিএম-এর অনুদান পাবে তবে সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনার উপর ভিত্তি করে এই অনুদান ২০১১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রাপ্ত অনুদান বর্তমান ডটস্ কার্যক্রমকে জোরদার করা, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি খাতকে অধিকতর সংশ্লিষ্ট করা, এ্যাডভোকেসি যোগাযোগ ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যক্ষ্মা প্রতিরোধের কার্যক্রমের চাহিদা সৃষ্টি করা এবং যৌথ যক্ষ্মা-এইচআইভি-এইডস কর্মসূচি তৈরি করা।

এনএসডিপি এনজিওগুলি তাদের সুর্যের হাসি ক্লিনিকের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ২০০৪ সাল থেকেই যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণের হার বৃদ্ধিতে জোরদার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই ক্লিনিকগুলো রোগী সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার হার বাড়ানোর জন্য নতুন উদ্দ্যোগে কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম আরো বর্ধিত করার চেষ্টা

চালাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে সূর্যের হাসি ক্লিনিকের সংশ্লিষ্ট এলাকার গত বছর যক্ষ্মারোগী সনাক্তকরণের হার ৩০% থেকে ৪৩% বেড়েছে। এই বছর শুধুমাত্র ঢাকার এই রোগ ৫৮% অর্জিত হয়েছে। যক্ষ্মা রোগীর সফলভাবে রোগ নিরাময়ের হার ৮৩.৪% থেকে ৮৪.৮% অর্জিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, রোগ নিরাময়ের হার অর্জনের বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ৮৫%।

এই দশটি এনজিও-র ৫৫টি আরবান ক্লিনিকের মাধ্যমে যক্ষ্মা বিষয়ক সেবা প্রদান করে থাকে। যার মধ্যে ১৮টি ডটস্ ও মাইক্রোস্কপিক সেবা প্রদানের সুবিধা রয়েছে। বাকী ৩৭টি ক্লিনিকে শুধু ডটস্ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত এই ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৪৫ লক্ষ জনগণ যক্ষ্মা রোগের জন্য সেবা পেয়ে থাকে।

অদুর ভবিষ্যতে, কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম আরো বর্ধিত করণের মাধ্যমে যক্ষ্মারোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন: গার্মেন্ট শ্রমিক, বস্তিবাসী, রিক্সাচালক যারা এই রোগে আক্রান্ত কিন্তু জানেন না কিংবা কোথায় চিকিৎসা পাবেন সে সম্পর্কে কোন ধারণা নাই তাদের জন্য এই সেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

==========

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ যোগাযোগ করুন।*